আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি

মাসুদা সুলতানা রুমী

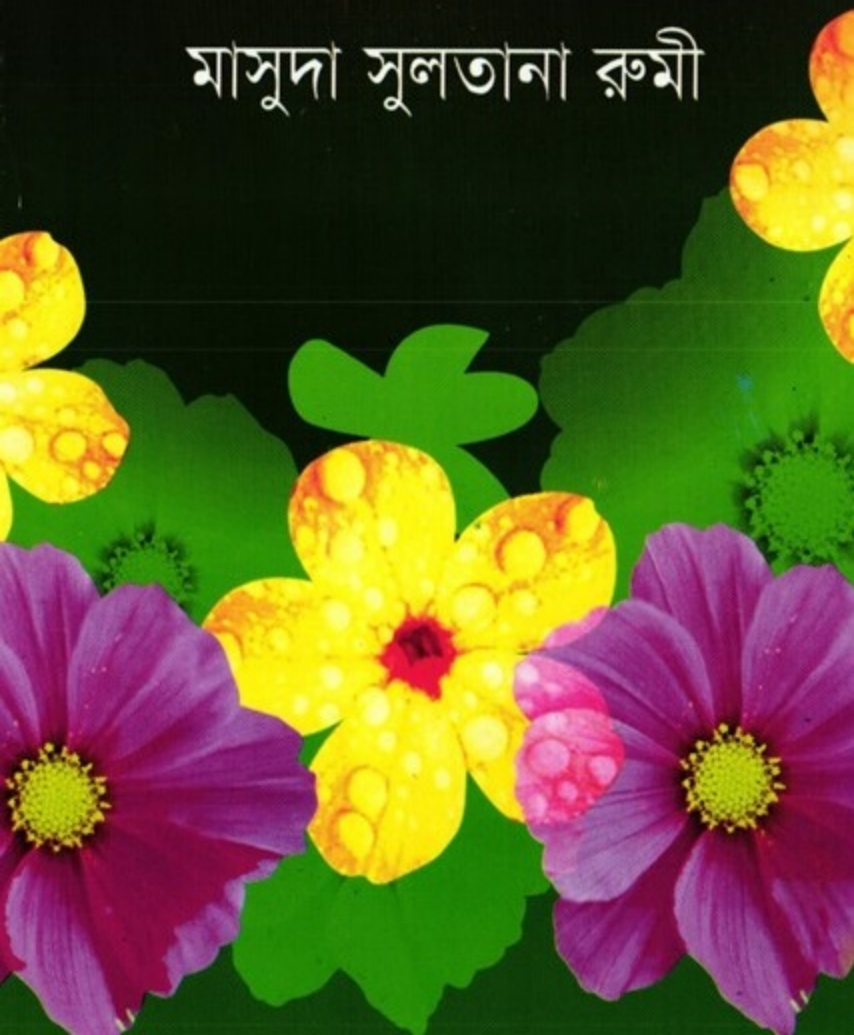

আমি বারো মাস তোমায় ভালবাসি

মাসুদা সুলতানা রুমী

ঝিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
তৃতীয় তলা দোকান নং-৩০৯
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল ... ঈদগাহ সংলগ্ন
বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া
মোবাইল : ০১৭৩৯-২৩৯০৩৯,
০১৫৫৩৬২৩১৯৮

পরিবেশক

প্রফেসর্স পাবলিকেশন্স
৩০৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১১১২৮৫৮৬

প্রফেসর্স বুক কর্ণার
১১১, ওয়ারলেস রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল : ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪

www.amarboi.org

প্রকাশক ঃ
আবদুল কুদ্দুস সাদী
রিমঝিম প্রকাশনী
৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৯ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী ২০১০ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০১০ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব ঃ জনাব মোল্লা নূর মোহাম্মদ (ইঞ্জিনিয়ার)

বর্ণবিন্যাস ঃ
জবা কম্পিউটার
বুকস্ এণ্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১১৯১২৮৭৪৭০

প্রচ্ছদ ঃ মশিউর রহমান

মুদ্রণে ঃ
আল-ফয়সাল প্রিন্টার্স
৩৪, শ্রীশদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

AME BARO MAS TOMAY BOLOBASE : Written by Masuda Sultana Rumi Published by Abdul Kuddus Sadi, Rimzim Prokashoni, Banglabazar. Dhaka—1100. Price : Tk. 28.00 Only.

www.amarboi.org

লেখিকার কথা

সারা দেশে যখন বন্যা দেখা দেয়। ভেসে যায় গ্রাম-গঞ্জ, রাস্তা-সড়ক। তখন বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। দেশের মানুষ তখন পানিতেই হাবুডুবু খায়, কিন্তু সে পানি পঁচা নোংরা আবর্জনাময়। জীবন বাঁচাতে তখন ত্রাণ সামগ্রীর সাথে বোতলজাত বিশুদ্ধ পানিও পাঠাতে হয়।

তখন চারিদিকে থৈ থৈ করে যে পানি, তার নাম জীবন নয় মরন। যদিও তা পানি। তবে তা দুষিত পানি।

ঠিক তেমনি দুষিত পানির মতো বিদ'য়াতের সয়লাবে ডুবে গেছে দেশ আমাদের। বিশুদ্ধ পানির মতো ইবাদাত ও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। বিদ'য়াতই ইবাদাতের জায়গা দখল করে নিয়েছে।

যে সব পীর মাশায়েখ আরব, ইরান, ইয়েমেন থেকে এদেশে এসেছিলেন ইসলামের বাণী নিয়ে। শিরক বিদয়াতের পঁচা দুর্গন্ধময় নর্দমা দূরিভূত করে এনেছিলেন জান্নাতী সালসাবিলের ঝর্ণা ধারা সেইসব পীরের মাজার আর আস্তানাই হয়েছে এখন শির্ক বিদ'য়াতের আড্ডাখানা। সেই সব মর্দে মুজাহিদ পীরদের নামেই সারাদেশে বয়ে চলেছে শির্ক আর বিদ'য়াতের বন্যা। এই বন্যা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হয়ত আমার নেই। এই কথা বলে কি রেহাই পাব?

আমার রব যে আমাকে সঠিক ইবাদাত বোঝবার তৌফিক দিয়েছেন। আমাকে তো সেই হক আদায় করতে হবে। আমার কাছে তো বিশুদ্ধ পানির সন্ধান আছে সেই পানির সন্ধান তো এই বন্যা দুর্গতদের দিতে হবে। তা না হলে আমার মাবুদ আমার প্রতি তো নারাজ হয়ে যাবেন।

শুধু সেই ভয়ে। আর রাব্বুল আলামিনের দয়া ও করুণা পাওয়ার আশায় আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াশ। মহান রব আমার এই প্রচেষ্টাটুকু যেন কবুল করে নেন। আর যিনি আমার অন্তরে রাসুল প্রেমের বীজ বুনেছিলেন আমার আব্বা মোহাম্মাদ ফখরুল ইসলাম মোল্লার রুহের প্রতি যেন দয়া প্রদর্শন করেন। তাকে যেন ক্ষমা করে দেন। আমীন! সুম্মা আমিন।

–মাসুদা সুলতানা রুমী

www.amarboi.org

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
আমি তোমাকেই ভালোবাসি	০৫
ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার	০৬
আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন	০৯
রাসূলের প্রতি ভালোবাসা	১০
জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ	১৪
ভালোবাসার প্রমাণ	১৫
হযরত কা'বের ঘটনা	১৬
ভালোবাসার পরীক্ষা	১৯
ইবলিশের ধোকা	১৯
নফল ইবাদত	২১
নফল নামাযের ব্যাপারেও তেমনি	২৩
বারো মাসের নফল ইবাদাত	২৪

www.amarboi.org

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

আমি তোমাকেই ভালোবাসি

আমার ঘরের পূর্ব দিকের জানালাটা যখন খুলে দেই তখন অন্তরের ভেতর থেকে সতস্ফুর্তভাবে একটি বাক্য আমার দু' ঠোটের ফাঁক দিয়ে বের হয়ে আসে।। "আমি ভালোবাসি প্রভু শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।"

জানালাটা খুলেলেই প্রথমে চোখে পড়ে ছোট্ট একটা ফসলের মাঠ–তারপর ছোট্ট একটা গ্রাম। গ্রামের পরেই নীল আকাশ। ব্যাস– এইটুকুই কিযে সুন্দর। প্রতিদিন যেন রূপ বদল হয় ছোট্ট মাঠখানির। কখনো গাঢ় সবুজ, যেনোসবুজ কার্পেট বিছানো। মাঝে মাঝে বাতাসে সবুজ কার্পেটখানি দুলে ওঠে। তারপর দিন যায় মাস যায় সবুজ কিছুটা ফিকে হয়– ধানের শীষ বের হয়। কিযে এক অপরূপ রূপে অপরূপা হয়ে ওঠে আমার জানালার ধারের ছোট ফসলের মাঠখানি।

আর শেষ বিকেলে আমার ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজাটা খুলে দিলেই এক ঝাক সন্ধ্যামালতি হেসে ওঠে। মিষ্টি গন্ধে ভরে যায় মন আমার ঘন্টার পর ঘন্টা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকা যায়। নিজের অজান্তেই বলে ওঠি "এতো তোমারই নিদর্শন আমি ভলোবাসি প্রভু শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।"

কিছুদিন যেতে না যেতেই সবুজ মাঠে সোনালী বাতাস লাগে। সোনা ঝরা রূপ ঝিকমিকিয়ে ওঠে মাঠ জুড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে ধান কাটার ধুম পড়ে যায়।

ফসলহীন মাঠে তখন অগণিত গবাদি পশু আর রঙ বেরঙের পাখিদের ওড়াওড়ি। কি যে সুন্দর। কবি কেনো বলবে না?

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এতো সুন্দর না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর!

প্রভু আমি তোমার বিশ্বভ্রমাণ্ড দেখিনি দেশ মহাদেশ দেখিনি। এই যে ছোট্ট বাংলাদেশ। তার দর্শনীয় স্থানগুলোও দেখিনি আমার ঘরের দরজা জানালা খুল্লে যে অপার সৌন্দর্য দেখা যায় আমি তাতেই তো অভিভূত। কতো ক্ষুদ্র কতো তুচ্ছ, কতো নগণ্য আমি কিন্তু যখনই ভাবি আমি তোমারই বান্দা তোমারই দাসী তখন আনন্দে ছোট্ট বুকটা ভরে যায় আমার।

www.amarboi.org

اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَصَدِّقِيْنَ وَالْمُتَصَدِّقٰتِ وَالصَّآئِمِيْنَ وَالصّٰئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ ـ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ـ

যখন আল কুরআনে পড়ি। "নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী। আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও নারী সত্য পথের পথিক পুরুষ ও নারী। ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী। আল্লাহর সম্মুখে অবনত পুরুষ ও নারী। সাদকা দানকারী পুরুষ ও নারী। সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী। নিজেদের লজ্জা স্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও নারী। অধিক মাত্রায় আল্লাহর স্মরণকারী পুরুষ ও নারী। আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা এবং অতি বড় পুরস্কার নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।" (সূরা আহযাব-৩৫)

কিংবা–"যে লোক অন্যায় করবে, তাকে ঠিক ততখানিই প্রতিফল দেওয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে। আর যে লোক নেক আমল করবে, সে পুরুষই হোক কিংবা নারী সে যদি মুমিন হয় এই রূপ সব লোকই জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তাদের বেহিসাব রিজিক দেওয়া হবে। (সূরা মুমিন-৪০)

তখন কিযে এক সুখানুভূতিতে ছেয়ে যায় হৃদয়মন মস্তিষ্ক আমার। বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা মহান মালিক রাব্বুল আলামিন পুরুষের সাথে আমার মর্যাদা তারতম্য করেন নি।

তখনই বলি, তোমাকে ভালোবাসি প্রভু আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। আমি রাত দিন সর্বক্ষণ শুধু তোমাকেই ভালোবাসি। আমার সকল ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।

ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার

আমি তখন মাদারীপুর জিলার রাজৈর থানার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। কিছু দূরে নদীর ওপারে বয়েজ স্কুল। সেই স্কুলের ক্লাস টেনের ফাস্ট বয় আরিফ। আরিফের বাবা যখন মারা যায় তখন আরিফ খুব ছোট। অনেক কষ্টে আরিফের মা আরিফকে লালন-পালন করেছেন। আরিফের বয়স এখন ১৫/১৬ বছর হবে। ইচ্ছে করলে আরিফকে কোথাও কাজে লাগিয়ে দিয়ে আয় রোজগার করাতে পারত। কিন্তু তা না করে নিজে অন্যের বাড়িতে

www.amarboi.org

কাজ করে, খেয়ে না খেয়ে আরিফকে মানুষ করার সপ্ন দেখেন আরিফের মা। কিন্তু আরিফ মাঝে মাঝে মায়ের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে। মা তখন খুব কষ্ট পান। আঁচলে চোখ মোছেন আর চুপ করে থাকেন। নালিশের জায়গা তো নেই। আরিফের বাবা থাকলে না হয় বলা যেতো তোমার ছেলে এমন করল ক্যান?

একদিন কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হতেই আরিফ মাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল কোমরে ব্যথা পেলেন আরিফের মা। স্কুলের হেড মাষ্টার যাচ্ছিলেন আরিফদের বাড়ির পাশ দিয়ে। আরিফের মায়ের কান্না শুনে তিনি বাড়ি ঢুকলেন।

হেড স্যারকে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত আরিফ দ্রুত বাড়ী থেকে বের হয়ে গেলেন। হেড স্যার আরিফের মায়ের কাছে সব শুনলেন। স্কুলে এসে দেখলেন আরিফ আসেনি। নাইন টেনের সব ছেলেদের ডেকে বল্লেন– "আজ তোমাদের কোনো ক্লাশ হবে না। তোমরা সবাই আরিফকে খুঁজতে বের হবে। যেভাবে পার তোমরা ওকে আমার সামনে হাজির করো। ছেলেরা সব বের হয়ে গেলো আরিফকে খোজার জন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেরা আরিফকে নিয়ে হাজির হলো। হেড স্যার কিছুক্ষণ আরিফের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তারপর সদ্য কেনা মাঝারি সাইজের একটা সিলভারের কলসী এক ছেলের হাতে দিয়ে বল্লেন "এই কলসিটায় মাটি ভর্তি করে এনে দড়ি দিয়ে বেঁধে আরিফের গলায় ঝুলিয়ে দে।"

মুহূর্তের মধ্যে ছেলেরা হেড স্যারের হুকুম তামিল করে ফেল্ল। হতভম্ব আরিফ ফ্যাল ফ্যাল করে আকিয়ে থাকল। কেউ কেউ হাসতে লাগল। অসম্ভব গম্ভীর হেড স্যার। বল্লেন, "এইভাবে তুই থাকবি। তোর মা এইভাবে দশ মাস ছিল তোকে গর্ভে নিয়ে। তুই দশদিন থাকবি। এইভাবে তুই ক্লাশ করবি, পড়বি। বাড়ি যাবি, হাটে বাজারে যাবি। খাওয়া দাওয়া খেলাধুলা সব করবি। যা এখন ক্লাশে যা----।

বিশ ত্রিশ মিনিট যেতে না যেতেই কার কাছে যেন খবর পেয়ে আরিফের মা পাগলের মতো ছুটে এলো। হেড স্যারের কাছে জোড় হাত করে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, "স্যার আমার আরিফকে মাফ করে দেন ও আর কোনো দিন আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না।"

আরিফের মায়ের কথা শুনে হেডস্যারসহ সবাই কাঁদতে লাগলো। হেড স্যার বল্লেন–"আহারে এই দরদী মায়ের সাথে কেও খারাপ ব্যবহার করে?.....

জানিনা এর পরে আরিফ তার মায়ের সাথে কেমন ব্যবহার করেছে?

আমার কথা হলো আমরা সবাই বুঝি মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। মাকে ভালোবাসা উচিত।

www.amarboi.org

মায়ের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে? তার অনেক দিক-নির্দেশনা রাসূল (সঃ) আমাদের দিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার নির্দেশ দিয়েছেন।

মায়ের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে, ভালোবাসতে হবে কারণ ঃ

(১) মা আমাকে গর্ভে ধারণ করেছে।

(২) কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে প্রসব করেছেন।

(৩) দুধপান করিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন।

(৪) অপার স্নেহ-মমতায় আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(৫) আমি অসুস্থ হলে রাত জেগে আমার সেবা-যত্ন করেছেন।

(৬) সর্বান্তকরণে আমার কল্যাণ কামনা করেছেন।

(৭) আমার ভবিষ্যত সুখের জন্য নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়েছেন।

(৮) আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন।

(৯) নিজে কষ্ট করে আমাকে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করেছেন।

(১০) নিজে না খেয়ে আমাকে খাইয়েছেন।

(১১) এর জন্য কোনো প্রতিদান তিনি চান নি।

আরও অনেক অবদান তার যার প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আমার ভালোবাসা পাওয়া তার হক–তাঁর অধিকার। তাকে ভালোবাসা আমার দায়িত্ব আমার কর্তব্য।

কিন্তু কথা হলো–

* আমাকে যিনি মায়ের গর্ভে জন্ম দিলেন।

* সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে আমাকে তৈরী করলেন।

* জন্মের পূর্বেই মায়ের বুকে আমার খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন।

* মা-বাবার অন্তরে স্নেহ-মায়া ঢেলে দিলেন।

* আলো দিলেন, বাতাস দিলেন।

* ফল ফসল পানি দিলেন।

* ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন দিলেন।

* ঘর-সংসার, স্বামী সন্তান সুস্থ্য শরীর, সুষ্ঠ জ্ঞান, সচ্ছলতা, সম্মান, ইজ্জত, মর্যাদা আখেরাতের কল্যাণের জন্য নবী-রাসূল আর কিতাব দিলেন।

* যার দয়া ছাড়া একটা মূহূর্ত টিকে থাকা সম্ভব নয়। সেই মহান দরদী! বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাল্লাহকে?

www.amarboi.org

সমাজে একটা কথা প্রচলিত আছে। যার নুন খাই তার গুণ গাই। তাহলে যার সব খাই–যার দয়া বিনে উপায় নাই। তাঁর গুণ কি পরিমাণে গাওয়া উচিত? তাঁর আনুগত্য কি পরিমাণ করা উচিত? তারপর আমাদের আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

* পৃথিবীতে কৃত আমাদের প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহী করতে হবে।

* তিনি যেমন পরম দয়ালু তেমনি কঠিন শাস্তিদাতা। ন্যায় বিচারক। তার সামনে সুপারিশ করার মতো কেউ নেই।

* নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে কারো সাহায্যের তার প্রয়োজন নেই। তিনি অমুখাপেক্ষি।

* তাহলে কি পরিমাণ ভয় তাঁকে করতে হবে? কি পরিমাণ বিশ্বাস স্থাপন তাঁর উপর করা উচিত?

বিশ্বাস বা ঈমানের আর এক নাম ভালোবাসা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা হতে হবে ভীতি আর বিশ্বাস মিশ্রিত।

আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ۔ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٌ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۔

"হে নবী! ওদের বল–তোমাদের মাতা-পিতা সন্তান, ভাই, স্বামী-স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, তোমাদের ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা হয়ে যাবার ভয় করো, তোমাদের সেই ঘর-বাড়ি যা তোমরা পছন্দ করো–এসব যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা থেকে বেশী প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।" (সূরা তাওবা ঃ ২৪)

অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভালোবাসার নিদর্শন হিসাবে দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন।

(১) রাসূলের প্রতি ভালোবাসা।

(২) জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ।

www.amarboi.org

রাসূলের প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহকে ভালোবাসি একথা বল্লেই ভালোবাসা হয় না। আল্লাহকে ভালোবাসার প্রমাণই হলো তাঁর রাসূল (সঃ)-এর পূর্ণ আনুগত্য করা।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ـ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ ـ

আল্লাহ বলেন–"বলো (হে নবী)! যদি তোমরা সত্যিকারভাবে আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ তোমাদের তাঁর প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করে নেবেন।" (সূরা আল-ইমরান ঃ ৩১)

কারণ নবী (সঃ) তো সেই কাজেরই হুকুম দিয়ে থাকেন এবং নিজেও সেই সব কাজ করেন। যেসব কাজ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন বা পছন্দ করেন। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা আল-কুরআনে যা কিছু আদেশ-নিষেধ, উপদেশ দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি কাজ রাসূল (সঃ) নিজে বাস্তবে করে দেখিয়েছেন। এইজন্যই তো রাসূল (সঃ) এর চরিত্র কেমন ছিল। জনৈক ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন–"তুমি কি কুরআন পড়নি? আল-কুরআনই ছিল রাসূল (সঃ)-এর চরিত্র।

রাসূল (সঃ)-কে ভালোবাসা সম্পর্কে স্বয়ং রাসূল (সঃ) বলেন। সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন। তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার সন্তান তার পিতামাতাসহ অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশী প্রিয় না হবো।" (বুখারী, মুসলিম)

আর একটি হাদিসে উল্লেখ রয়েছে–হযরত ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহকে সম্বোধন করে বললেন–"হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার জীবন ছাড়া আর সকল জিনিষ থেকে আপনাকে বেশি ভালোবাসি।

তখন রাসূল (সঃ) ইরশাদ করলেন–"না, হে ওমর! তুমি পাক্কা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও বেশি প্রিয় হবো।"

একথা শুনেই ওমর উচ্চস্বরে বলে উঠলেন।

"আল্লাহ সাক্ষী, হে রাসূল! আপনি আমার জীবনের চেয়েও আমার নিকট বেশি প্রিয়। (বুখারী, মুসলিম)

তার আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা না করে শুধু মুখে ভালোবাসার দাবী করলেই ভালোবাসা হয়না। একদিন জনৈক সাহাবী এসে বল্লেন, "হে আল্লাহর রাসূল!

www.amarboi.org

আমি আপনাকে ভালোবাসি। রাসূল (সাঃ) বললেন–"আরো ভাবনা-চিন্তা করে কথা বলো।" সেই ব্যক্তি আবার বলল, "হে রাসূল! আমি ভাবনা-চিন্তা করেই বলছি আপনাকে আমি ভালোবাসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম বল্লেন, "তাহলে অভাবগ্রস্থ হওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যাও। আমাকে যে ভালোবাসে অভাব আর দারিদ্র্য তার দিকে বানের পানির মতো ছুটে আসে।" (বোখারী)

অর্থাৎ রাসূল (সঃ)-কে যে ভালবাসে, সমস্ত হারাম রুজি-রোজগারের রাস্তা থেকে সে সরে আসে অভাবগ্রস্ত তো সে হবেই। মানুষ সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, পরিবার-পরিজনের মহব্বতে এমন সব কাজ করে যা রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের পরিপন্থি। আর এই অবস্থায় সে যতই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের ভালোবাসার দাবী করুক। তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের কাছে কারো মহব্বত ভয় কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজন যেনো সামনে না থাকে। তাহলেই সে আল্লাহর প্রিয় পাত্র হবে।

নওগাঁ জিলার সাপাহার উপজিলায় স্থানীয় গার্লস স্কুলে একবার সীরাত মাহফিলের আয়োজন করেছিলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন তখনকার ইউ.এন.ও সাহেবের স্ত্রী। রাসূল (সঃ) শানে দরুদ পাঠের কথা বলতেই ভদ্র মহিলা কাঁদতে শুরু করলেন। বল্লেন–রাসূলের শানে দরুদ পেশ করার সময় তার কান্না আসে। রাসূলের প্রতি অতিরিক্ত মহব্বতের কারণেই তার কান্না আসে। এ সময় নাকি তিনি নিজেকে সামলাতে পারেন না। আমিও নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

বল্লাম–"রাসূলের শানে যখন বেয়াদবি করেন তখন খারাপ লাগে না আপা?

* "বেয়াদপি করি মানে?"

* "আপা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মুমিন নারী যখন বাড়ির বাইরে যাবে সে যেন পোষাকের উপর আর একটি পোষাক দেয়। অর্থাৎ সে যেন পর্দা মেনে চলে। তাকে যেন মুসলমান বলে চেনা যায়। কিন্তু আপনি..... তো.....।"

এরপরও ভদ্র মহিলা আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু তর্ক করলেন। এতো দিন পরে সব মনে নেই।

আমি বুঝি না বিশ্বাস করুন একদম বুঝতে পারিনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক-নির্দেশনার পায়রবি না করে বিভিন্ন বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে জড়িয়ে আল-কুরআনের বিধানকে অমান্য করে কিভাবে রাসূল (সঃ)-এর ভালোবাসার দাবী করা যায়?

www.amarboi.org

আর রাসূল (সঃ)-কে ভালোবাসার প্রমাণ দিতে না পারলে কি করে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব? কিংবা আল্লাহকে ভালোবাসি এ দাবীই বা কিভাবে করা যায়?

আসুন আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা যা কিছু পছন্দ করেন তাই করার চেষ্টা করি। তাঁর পছন্দ অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলি। তার রঙে রঙিন হই।

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۔ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۔ وَنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ ۔

"বল! আল্লাহর রঙ ধারন করো তাঁর রঙ থেকে উত্তম রঙ আর কার হতে পারে? এবং বল আমরা তারই দাসত্ব করি। (সূরা বাকারা ঃ ১৩৮)

আমরা পূর্বেই জেনেছি আল্লাহকে ভালোবাসার প্রথম শর্তই হলো রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণ বা আনুগত্য করা। আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী সেই করতে পারে যে জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধানে রাসূল (সঃ)-এর নীতির অনুসরণ করেছে।

আনন্দ-বেদনায়, সুখে-দুঃখে, সুস্থতায়-দুঃস্থতায়, শত্রুতায়, মিত্রতায়, সচ্ছলতায়, অসচ্ছলতায়, মুসকিলে আসানে, যুদ্ধে সন্ধিতে, ছোট-বড় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে রাসূলকেই অনুসরণ করেছে।"

সংসার, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ, মসজিদ, মক্তব, বাজার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র এমন কোন দিক নেই যার দিক-নির্দেশনা রাসূল (সঃ) দেন নি। তাঁর অনুসৃত নীতি যে যতখানি আত্মস্থ করতে পেরেছে, বাস্তবায়িত করতে পেরেছে, সে ততখানি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবী করতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন–"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থাকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক।

(সূরা হাশর ঃ ৭)

রাসূল (সঃ)-এর পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়েছে–"সে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় অসৎ কাজ করতে নিষেধ করে। তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ বৈধ করে এবং কলুষ জিনিস সমূহ নিষিদ্ধ করে। (আরাফ ঃ ১৫৭)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۔

"আমি রাসূলকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি যে আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হবে। (আন-নিসা ঃ ৬৪)

www.amarboi.org

রাসূল (সঃ)-এর কাছে কিতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন–

بِا لْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ـ وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ـ

"এবং আমরা তোমার উপর এই যিকির (কুরআন) নাযিল করেছি যাতে লোকদের তুমি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার। যা তাদের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা করে।" (সূরা নাহল ঃ ৪৪)

"আমরা তো তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। পথ নির্দেশও দয়া স্বরূপ।" (সূরা নাহল ঃ ৬৪)

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য মুমিনের জন্য অপরিহার্য। এ বিষয়ে আল্লাহ পাক বলেন–"তোমার প্রতিপালকের শপথ। তারা কখনো মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক মত বিরোধের মীমাংসার ভার তোমার উপর অর্পণ না করে অতঃপর তুমি যে সিদ্ধান্ত দেবে সে সম্পর্কে নিজেদের মনে দ্বিধা অনুভব না করে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে নেয়। (সূরা নিসা ঃ ৬৫)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ـ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ـ

আবার বলেন–"আল্লাহর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট।" (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

এমনি আরো অনেক আয়াতে রাসূলের অনুসরণকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা বলে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূল (সঃ) বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া যাবে না। আল্লাহর রাসূল যেভাবে যে কাজ করেছেন ঠিক সেইভাবেই সেই কাজ করতে হবে। তার চেয়ে বেশিও না কমও না।

www.amarboi.org

রাসূল (সঃ) আজ আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তাঁর শিক্ষা, তার দিক-নির্দেশনা অবিকৃত অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। তাঁর জীবিতাবস্থায় তাঁর নির্দেশ মানা মুমিনের জন্য যেমন অপরিহার্য ছিল–তাঁর অবর্তমানেও তাঁর অনুসরণ করা আমাদের জন্য অপরিহার্য। এক চুল এদিক ওদিক করার অবকাশ নেই।

আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার রাসূল (সঃ)-ই একমাত্র মাধ্যম এর কোনো বিকল্প নেই।

* রাসূল (সঃ) বলেন–"আমি তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতোদিন তোমরা তা শক্ত করে ধরে থাকবে, পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।" (বুখারী মুসলিম)

* রাসূল (সঃ) বলেন–"আমার উম্মাতের (অনুসারীর) প্রত্যেকেই জান্নাতে যাবে। তবে যে অস্বীকার করবে সে ছাড়া। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল কে অস্বীকার করবে?

রাসূল বল্লেন–"যে আমার আনুগত্য করবে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই হবে আমাকে অস্বীকারকারী। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ ঃ আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালাকে ভালোবাসার আর একটি নিদর্শন হলো, জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ।

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর অর্থ হলো আল্লাহর জমীনে আল্লাহর বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং আল্লাহ অপছন্দনীয় কাজ। কুফর, ফিস্‌ক এবং আল্লাহদ্রোহিতা ও নাফরমানিকে মিটিয়ে দেবার জন্য নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা সাধনা করা।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলও জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ থেকে যারা নিজেদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদকে বেশি ভালোবাসে তাদেরকে কঠিন ধমক দিয়েছেন।

* এ ব্যাপারে রাসূল (সঃ) বলেন–"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবেসেছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কারো সাথে শত্রুতা করেছে আল্লাহর জন্যই দান করেছে। আবার আল্লাহর কারণেই দান করা থেকে বিরত থেকেছে। সে ব্যক্তি ঈমানকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে। (আবু দাউদ)

* ঈমানের সব চেয়ে মজবুত রজ্জু হলো মানুষ আল্লাহর জন্যই ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করবে। (বুখারী)

* যার মধ্যে তিনটি বিষয় বিদ্যমান থাকবে, সে ঈমানের স্বাদ-আস্বাদন করবে।

www.amarboi.org

(i) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার নিকট সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে বেশি প্রিয় হবে।

(ii) যাকেই ভালোবাসে শুধু আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে।

(iii) কুফরী থেকে ফিরে আসার পর আবার কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ার মতো অপছন্দ করে। (বুখারী মুসলিম)

আল্লাহর রাসূলের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী যারা আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহও তাদের ভালোবাসেন। বান্দার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। হাদীসে কুদসীতে আছে–

* যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘাত পরিমাণ এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে আসি। যে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক গজ এগিয়ে আসি। যে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি।

জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ-এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার নামই আল্লাহর দিকে আসা। আল্লাহ তাদের মেহমানদারীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছেন। আর জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহকে তিনি ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন–"হে ঈমান আনয়নকারী লোকেরা! আমি কি তোমাদের এমন ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে পীড়াদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবে?

তোমরা ঈমান আন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি। আর জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল-সম্পদ ও নিজেদের জান-প্রাণ দ্বারা। ইহাই তোমাদের জন্য অতিব উত্তম। যদি তোমরা জান।

আল্লাহ তোমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন। এবং তোমাদের এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন যে সবের নিচ দিয়ে ঝর্না ধারা সদা প্রবাহিত। এবং চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে।

অতীব উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। ইহা বড় সাফল্য।

(সূরা সফ ঃ ১০-১২)

ভালোবাসার প্রমাণ ঃ ভালোবাসি বল্লেই ভালোবাসা হয়না। আল্লাহ ভালোবাসার প্রমাণ চান

আল্লাহ বলেন–"লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে আমরা ঈমান এনেছি। এইটুকু বল্লেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি তো তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত সকল লোককেই পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে, কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।

www.amarboi.org

হযরত কা'ব আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মনে-প্রাণেই ভালোবাসতেন। শুধু একবার প্রকাশ্য জিহাদে হাজির হতে গাফলতি করেছিলেন তাই তাকে পঞ্চাশ দিনের এক কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। হযরত কা'ব মুমিন ছিলেন বলেই দুনিয়াতেই তাকে পরীক্ষা এবং শাস্তি দিয়ে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার তাওবা কবুল করে নিয়েছেন। হযরত কা'বের মতো একই অপরাধ আরও কয়েক জনেই করেছিলেন। যারা মুনাফিক তারা বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে দুনিয়াতে রেহাই পেয়েছিল ঠিকই কিন্তু আখেরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

হযরত কা'বের মতো আরও দুইজন সাচ্চা দিল সাহাবী দুনিয়ার শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেন।

হযরত কা'ব বিন মালিক (রাঃ) ভাষাতে সেই কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

হযরত কা'ব-এর ঘটনা

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যখন তাঁবুক অভিযানের উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে তৈরি করছিলেন তখন আমি তাঁর সাথে চলার জন্য প্রস্তুতি নেয়ার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু তারপর গাফলতি করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবলাম "এতো তাড়াহুড়ার কি আছে? সময় যখন আসবে তৈরি হতে দেরী হবেনা।" এইভাবে ব্যাপারটা পিছিয়ে যেতে লাগলো। এমন কি যখন সবাই রওনা হলো, তখন আমি সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলাম। ভাবলাম সৈন্যরা চলে যাক, আমি দু' একদিনের মধ্যে রওনা করেও কাফেলার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হতে পারব। মোটকথা এমনি গাফলতির মধ্যেই সময় চলে গেলো। আমিও আর যেতে পারলাম না।

অবশেষে যখন দেখতে পেলাম যে, যাদের সাথে আমি পেছনে পড়ে রয়েছি, তারা হয় মুনাফিক আর না হয় এমন দুর্বল যে আল্লাহই তাদের অক্ষম করে রেখেছেন। তখন আমার অসম্ভব খারাপ লাগতে লাগলো। নিজের সম্পর্কে আমার অত্যন্ত আফসোস হলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযান থেকে ফিরে এসেই অভ্যাস মতো মসজিদে গিয়ে দু'রাকায়াত নামায পড়লেন। অতঃপর লোকদের সাথে সাক্ষাত করার জন্য বসলেন। এবার মুনাফিকরা এসে তাদের ওজর পেশ করতে লাগলো। তারা কসম করে তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) নিশ্চয়তা প্রদান করতে লাগলো। এরূপ লোকের সংখ্যা আশির চেয়েও কিছু বেশি ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সমস্ত মনগড়া কথা শুনলেন এবং তাদের প্রকাশ্য ওজর কবুল করে তার গোপন রহস্য আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলেন। এভাবে তাদের মাফ করে দেওয়া হলো।

www.amarboi.org

এরপর এলো আমার পালা। আমি সামনে গিয়ে সালাম নিবেদন করলাম আল্লাহর রাসুল আমার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসলেন এবং বললেন–"বলো কি জিনিস তোমাকে বিরত রেখেছিলো? আমি বললাম–আল্লাহর কসম, আমি যদি কোনো দুনিয়ারের সামনে হাযির হতাম তো অবশ্যই কোনো না কোনো মনগড়া কথা বলে তাকে রাজী করিয়ে নিতাম। কিন্তু আপনার সম্পর্কে তো এই ঈমান পোষণ করি যে এখন যদি কোনো বানোয়াট কথা বলে আপনাকে রাজী করিয়ে নেই তাহলে আল্লাহ অবশ্যই আমার প্রতি আপনাকে নারাজ করে দেবেন। কাজেই সত্য কথা বললে আপনি যদি অসন্তুষ্টও হন তবুও আশা করবো আল্লাহ আমার ক্ষমার জন্য কোনো না কোনো উপায় বের করে দেবেনই। সত্য কথা এই যে, আপনার কাছে উত্থাপন করার মতো কোনো ওজরই আমার নেই। আমি অভিযানে যেতে পুরোপুরি সমর্থ ছিলাম।

এরপর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন–"এ লোকটি নিশ্চয়ই সত্য বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও এবং আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।"

আমি উঠে গিয়ে আপন গোত্রের লোকদের সাথে বসলাম। অতঃপর আমার ন্যায় আরো দু'ব্যক্তি মুরারা বিন রাবী এবং হিলাল বিন উমাইয়াও একই রূপে সত্য কথা বললো।

এরপর আমাদের সাথে কারো কথাবার্তা না বলার জন্য নবী (সঃ) নির্দেশ দিলেন। এর ফলে অপর দুই ব্যক্তি ঘরেই বসে রইল। কিন্তু আমি বাইরে বের হতাম। জামায়াতের সাথে নামাজ পড়তাম, বাজারে চলাফেরা করতাম। কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। আমার মনে হতো দুনিয়াটা যেন একদম বদলে গেছে। আমি একজন নবাগত, এখানে আমার কেউ পরিচিত নয়। মসজিদে নামাজ পড়তে এলে নবী করীম (সঃ)-কে সালাম করতাম এবং জবাবের জন্যে তাঁর ওষ্ঠদ্বয় নড়ে কিনা, তা দেখবার জন্য শুধু ইন্তেজার করতাম। রাসূল (সঃ) আমার দিকে কিরূপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তা দেখার জন্য নামাজের মধ্যে আড়চোখে দেখতাম। আমি যতক্ষণ নামাজ পড়তাম রাসূল (সঃ) আমার দিকে চেয়ে থাকতেন। যখনই আমি সালাম ফিরাতাম তখন আমার দিকে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন।

একদিন আমি ভয়ে ভয়ে চাচাত ভাই ও বাল্য বন্ধু আবু কাতাদার কাছে গেলাম। তার বাগানের প্রাচীরের উপর ওঠে তাকে সালাম করলাম। কিন্তু আল্লাহর এই বান্দা সালামের জবাবটি পর্যন্ত দিলো না। আমি বললাম–আবু কাতাদাহ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি–আমি কি আল্লাহ এবং তাঁর

www.amarboi.org

রাসূলকে ভালোবাসি না? সে নিরুত্তর রইল। আবার জিজ্ঞেস করলাম। এবারও সে নিরুত্তর রইল। তৃতীয় বারে শুধু এটুকু বলল–"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

এতে আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু বেরিয়ে এল। প্রাচীর থেকে নেমে এলাম।

একদিন বাজারের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। এ সময় সিরিয়ার একটি লোক আমাকে শাহ গাসবানের খামে পোরা একটি চিঠি দিলো, আমি খুলে পড়লাম। তাতে লেখা ছিলো–আমরা শুনেছি তোমাদের সাহেব তোমার উপর ভীষণ উৎপীড়ন চালাচ্ছে। তুমি কোনো ইতর লোক নও অথবা নষ্ট করে ফেলার উপযোগী লোকও নও। তুমি আমাদের কাছে এসো, আমরা তোমার কদর করবো।

আমি বললাম–এ আর এক বিপদ দেখছি। তক্ষুণি চিঠিখানি চুলায় নিক্ষেপ করলাম।

চল্লিশ দিন এমনিভাবে অতিক্রম করার পর নবী করীম (সঃ) এর আদেশ এলো–'আপন স্ত্রী থেকে আলাদা হয়ে যাও।' জিজ্ঞেস করলাম তাকে কি তালাক দিয়ে দেব?

জবাব পেলাম–'না শুধু আলাদা থাকো' আমি আমার স্ত্রীকে তার পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিলাম এবং বললাম, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোনো সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত ইন্তেজার করো।

পঞ্চাশতম দিন সকালে নামাযের পর আমি আপন গৃহের ছাদের ওপর বসেছিলাম এবং নিজের জীবনকে ধিক্কার দিচ্ছিলাম, এমনি সময় এক ব্যক্তি আমায় উপর্যুপুরি ডেকে ডেকে বলল–"মুবারক হোক কাব বিন মালিক।' আমি একথা শুনেই সিজদায় গেলাম। তারপর জানতে পারলাম আমার জন্য ক্ষমার হুকুম এসেছে। এরপর দলে দলে লোক ছুটে আসতে লাগলো এবং একজন অন্যজনের আরো আগে এসে আমায় এই বলে মুবারকবাদ দিতে লাগলো যে, তোমার তওবা কবুল হয়েছে। আমি ওঠে সোজা মসজিদে নববীর দিকে গেলাম। দেখলাম নবী করীম (সঃ)-এর মুখমণ্ডল খুশিতে ঝলমল করছে।

আমি সালাম করতেই তিনি বললেন–"তোমার মোবারক হোক, এই দিনটি তোমার জীবনের সবচেয়ে উত্তম দিন। আমি জিজ্ঞেস করলাম–"এই ক্ষমা কি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর তরফ থেকে না আল্লাহর তরফ থেকে? তিনি বললেন, আল্লাহর তরফ থেকে। সেই সঙ্গে আল-কুরআনের তওবা সংক্রান্ত আয়াতটিও পড়ে শোনালেন।

www.amarboi.org

আমি বললাম–"হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবার মধ্যে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে সদকা করে দেওয়ার কথাও শামিল রয়েছে। তিনি বললেন, "কিছু রেখে দাও এটা তোমার জন্য উত্তম হবে। আমি তার নির্দেশ মতো খায়বরের অংশটি রেখে বাকী সব সদকা করে দিলাম। অতঃপর আমি আল্লাহর কাছে এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করলাম যে সত্যের বদলে আল্লাহ আমায় ক্ষমা করলেন তার উপর সারা জীবন আমি অবিচল থাকব।"

ভালোবাসার পরীক্ষা

ভালোবাসার এই পরীক্ষা কম-বেশি করে আল্লাহর সব বান্দাকেই দিতে হয়েছে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ, কিশোর পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ দানের মাধ্যমে আল্লাহ ইব্রাহীম (আঃ)-কে পরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে নবী-রাসূল সবাইকেই ভালোবাসার পরীক্ষা দিতে হয়েছে। সাহাবীদের দিতে হয়েছে। যেই আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবাসার দাবী করবে, তাকেই পরীক্ষা দিতে হবে।

ভালোবাসার তিনটি পর্যায়–অন্তরে ভালোবাসা, মুখে স্বীকার করা আর কার্যে তার প্রমাণ দেয়া। অন্তরে ভালোবাসলে আর মুখে স্বীকার করলেই আল্লাহ সেই ভালোবাসা কবুল করেন না। রাসূল (সঃ) এর পূর্ণ আনুগত্য এবং জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ বা ইসলামী আন্দোলনে পরিপূর্ণ শরীক হয়ে সেই ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে।

হযরত কা'ব অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসতেন মুখে স্বীকার করতেন শুধু বাস্তবে প্রমাণ দিতে একবার গাফলতি করেছিলেন। তারপরই তার উপর আসে কঠিন পরীক্ষা। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ হযরত কা'ব (রাঃ) বুঝতে পেরেছিলেন একবার গাফলতি করে যে সর্বনাশ করেছি–সেই সর্বনাশের মাত্রা আর বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই তো নিজের ভুল স্বীকার করে মাথা পেতে নিয়েছেন কঠিন দণ্ড। এক চুলও বিচ্যুতি হননি আদর্শ থেকে। নিজের ধন-সম্পদ নজরানা দিয়েছেন কাফফারা স্বরূপ।

ইবলিশের ধোকা ঃ আমাদের জন্য শত্রু, চিরশত্রু ইবলিশ

ইবলিশের একমাত্র কাজই হলো আদম সন্তানকে পথভ্রষ্ট করা। সে তার দায়িত্ব পালনে কখনো গাফলতি করে না। সেই ইবলিস শয়তান আমাদের ইবাদাতকে বিদ'আতে পরিণত করার জন্য সর্বক্ষণ সচেষ্ট।

রাসূল (সঃ) বলেছেন–"তোমরা সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকবে। কারণ সকল নতুন সৃষ্ট বিষয়ই বিদ'আত। আর প্রতিটি বিদ'আতই হচ্ছে পথ ভ্রষ্টতা।" (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

www.amarboi.org

ইবলিশের ধোকার পদ্ধতিই হলো মানুষকে জান্নাতের লোভ দেখিয়ে এমন কাজ করার প্ররোচনা দেয় যা তাকে জাহান্নামে নিয়ে ছাড়ে।

হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সে জান্নাতে থাকার লোভ দেখিয়েই আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়ে ছিল। সেই শয়তানের ওয়াসওয়াসায় আজও আদম হাওয়ার সন্তানেরা শির্ক বিদ'আতীতে জড়িয়ে যায়। শয়তান তো দুই প্রকার। জ্বীন শয়তান আর মানুষ শয়তান। উভয় শয়তানই এই কাজে তৎপর। যেসব কাজ রাসূল (সঃ) করেন নি সেই সব কাজকে সওয়াবের কাজ হিসাবে প্রচার করে মুসলিম সমাজকে বিদ'আতের জালে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছে যে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে এক শ্রেণীর মুসলমান নামধারি মানুষই হৈচৈ করে ওঠে।

শয়তান বিদ'আতীতে তাদেরই জড়াতে পারে যারা রাসূল (সঃ)-এর রেখে যাওয়া 'দুটি জিনিষ' যা তিনি শক্ত করে ধরে রাখতে বলেছিলেন তা শক্ত করে ধরে রাখে নি। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে তারা বহুদূরে সরে গেছে।

রাসূল (সঃ) যেভাবে কুরআন পড়তে বলেছেন সেভাবে কুরআন পড়ে না। তারা না বুঝে সুর করে দুলে দুলে কুরআন তেলাওয়াত করে আর খতমের পর খতম করে। আর বখসে দেয় কবরবাসী আত্মীয়-স্বজনের প্রতি।

আর রাসূল (সঃ) বলেছেন–"কুরআনে পাঁচ ধরনের আয়াত আছে। হালাল, হারাম, মুহকাম মুতাশাবিহ ও আমছাল।

তোমরা হালালকে হালাল জেনে গ্রহণ করবে। হারামকে বর্জন করবে। মুহকাম অনুযায়ী আমল করবে। মুতাশাবিহের ওপর ঈমান আনবে। আর আমছাল থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। লোকেরা বলল–হে আল্লাহর রাসূল! মুহকাম, মুতাসাবিহ ও আমছাল আমাদের বুঝিয়ে দিন। রাসূল (সঃ) বললেন–'মুহকাম আয়াত ঐসব আয়াত যা স্পষ্ট হুকুম-আহকাম সম্বলিত পড়লেই বুঝা যায়। অতএব তোমরা সেই অনুযায়ী কাজ করবে। মুতাশবিহ হচ্ছে ঐসব রূপক আয়াত যা স্পষ্ট বুঝা যায় না। যেমন–আরশ, কুরসি, ফেরেশতা এমনি আরো যেসব কথা আমাদের বুঝে আসে না তার উপর ঈমান আনবে।

আমছাল হচ্ছে ঐসব আয়াত পুরানো দিনের ঘটনা তুলে উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন–আদজাতি, সামুদ জাতির কাহিনী। ফেরাউনের স্ত্রী খাঁটি মুমিন আর লুত (আঃ) স্ত্রী পাক্কা কাফের। এমনি আরো অনেক উপদেশমূলক কাহিনী আছে। এইসব আমছাল আয়াত। এইসব আয়াত থেকে উপদেশ নিতে হবে।" রাসূল (সঃ)এর উপরোক্ত হাদিস অনুযায়ী কুরআন পড়লে কুরআন থেকে হেদায়েত পাওয়া সম্ভব। ইবলিশ শয়তান আর মানুষ শয়তান কোনো শয়তানই তাকে গুমরাহ করতে পারবে না।

www.amarboi.org

কিন্তু ইবলিশ অনেক মানুষকেই তার অনুসারী করে ফেলেছে। তারা অর্থসহ বুঝে-সুঝে কুরআন পড়তে চায় না। এদেরই শয়তান বিদ'আতীতে জড়াতে পারে। কুফরি করাতে পারে।

বুখারী শরীফের একদম শেষ হাদিসটি হলো "এমন একটি বাক্য আছে যা রাব্বুল আলামীনের কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। মুখে উচ্চারণ করতে সহজ কিন্তু মিজানে সবচেয়ে ভারী হবে। বাক্যটি হল সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আজিম।" (এই দোয়াটি বেশি বেশি করে পড়া উচিত।)

এই হাদিসটির আগের হাদিস হলো, রাসূল (সঃ) বলেছেন–"আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা কুরআন সুললিত কণ্ঠে পড়বে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। (অর্থাৎ অন্তরে প্রবেশ করবে না) এরা আমার দ্বীন থেকে বের হয়ে গেছে।"

যারা কুরআনের অর্থ বুঝে পড়ে না তাদেরই তো অন্তরে প্রবেশ করে না কুরআনের বানী। আর ইবলিশ তাদেরকে দিয়েই পারে একটার পর একটা বিদ'আতী করাতে। তা আবার ইবাদাতের নামে। (আমার লেখা বিদ'আতের বেড়াজালে ইবাদাত' বইটি পড়ার অনুরোধ করছি।

নফল ইবাদাত

নফল শব্দের অর্থ অতিরিক্ত। ফরজের পরে যা কিছু করা হয় তাই অতিরিক্ত। যা করলে সওয়াব আছে না করলে গুনাহ নেই।

একটি বিখ্যাত হাদীসে কুদসীতে আছে। "নফল ইবাদাতের মাধ্যমে বান্দাহ আমার নিকটবর্তী হয়ে যায়। এভাবে সে আমার প্রিয় হয়ে ওঠে। এমনকি এক সময় আসে যখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে।"

অর্থাৎ বান্দাহ তখন এমন একটা পর্যায়ে আসে যে আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ সে করে না, শোনে না, দেখেও না। যা কিছু আল্লাহ পছন্দ করে তাই সে করে। আর আখেরাতে আল্লাহর সাক্ষাত লাভের আশা পোষণ করে। দিনরাত সর্বক্ষণ সে আল্লাহকেই ভালোবাসে।

কিন্তু নফল ইবাদাতের নামে কিছু মানুষ এমন সব কাজ করে, এমন সব নামাজ পড়ে যার উল্লেখ কুরআন, হাদিস, রাসূলুল্লাহর জীবনী, সাহাবাদের জীবনী কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

বার চান্দের ফজিলত, নেক আমল, মুকসুদুল মুমিনীন প্রভৃতি পুস্তকে তা আবার এমন সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে যে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হবেই।

www.amarboi.org

এইসব গ্রন্থ প্রণেতাদের ওপর আল্লাহ রহম করুন। হেদায়েত দান করুন। জানি না কি উদ্দেশ্যে তারা এইসব বিদ'আতী কথাবার্তা লিখেছেন। যা হাদিস না তাই হাদিস বলে চালিয়ে দিয়েছেন।

অথচ রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যা আমার কথা নয় তাই যদি কেউ আমার নামে বলে সে যেন জাহান্নামে তার ঘর তৈরি করে নিল।"

এইসব গ্রন্থ প্রণেতার বিভিন্ন মাসের, দিনের, রাতের হরেক রকম নামাজ এবং নামাজের সে সব নিয়ম লিখেছেন–অবাক হতে হয় এসব তারা পেলেন কোথায়?

'মুকসুদুল মুমিনীন' বইখানিতে ইবাদাতের নামে এমন সব উদ্ভট কথা ও কাজের কথা বলা হয়েছে যার সাথে কুরআন এবং হাদিসের নূন্যতম সম্পর্ক নেই। তাহলে এইসব বিদ'আতী আমল করে কিভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসা পাওয়া যাবে?

কিছু ইবাদাত আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা অবশ্য পালনীয় বা ফরজ করে দিয়েছেন। যা না করলে কবীরা গুনাহ এবং অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যেতে হয়। যেমন–প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ রমজানের এক মাস রোজা, মালদার হলে বছরে একবার মালের জাকাত, জীবনে একবার হজ্ব, পর্দা বা হিজাব পরিধান করা ইত্যাদি। আর কিছু ইবাদাত আছে যা না করলে কোন গুনাহ নেই কিন্তু করলে আল্লাহ পাক অত্যন্ত খুশী হন। ফরজ ইবাদাতের পর সাধ্যমত নফল সালাত, সিয়াম, দান-সাদকাহ করলে আল্লাহ বান্দার উপর অতিরিক্ত খুশি হন। তাঁর নৈকট্য হাসিল করা যায়।

অবশ্যই তা রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহ বা অনুসৃত পথেই হতে হবে। যেমন–

রমজানের এক মাস আল্লাহ গাফুরুর রহিম আমাদের উপর সিয়াম বা রোজা ফরজ করেছেন। এই রোজা তো করতেই হবে। এই সিয়াম না করার পরিণাম ভয়াবহ। এই সিয়াম না করা বা অস্বীকার করার নাম কুফরি করা। ইচ্ছাকৃতভাবে একটি রোজা ভাঙ্গলে বা না করলে ৬০টি রোজা হবে তার কাফফারা।

রমজানের পরই শাওয়াল মাস। এই মাসে ছয়টি রোজা, না করলে গুনাহ নেই, করলে অশেষ সওয়াব।

আল্লাহ পাক রোজা অত্যন্ত পছন্দ করেন। রোজাদারের মুখের গন্ধ তাঁর কাছে মেশকের সুগন্ধির মতো।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন–"আদম সন্তানদের সৎকর্মকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং তার

www.amarboi.org

নেকী দশ থেকে সাত'শ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এক রোজা ব্যতীত। কারণ আল্লাহ বলেন–নিশ্চয়ই রোযা শুধুমাত্র আমার জন্যই হয়ে থাকে এবং এর বিনিময় আমি নিজেই দেব। আমার জন্য আমার বান্দা তার ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনা ও পানাহার সমস্ত পরিহার করে।" (বুখারী ও অন্যান্য হাদীসগ্রন্থ)

এই হাদীসে রোজা বলতে শুধু রমজানের রোজাকেই বুঝানো হয়নি।

রমজানের রোজার মধ্যে রয়েছে এক ধরনের ভীতি এবং কর্তব্যানুভূতি। অর্থাৎ এই রোজা আমার প্রতি ফরজ করা হয়েছে অতএব করতেই হবে। তা না হলে মুসলমানের দফতরে নামই থাকবে না।

কিন্তু নফল সিয়ামের ব্যাপারটা তো তা নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে এক অন্য রকম প্রেমানুভূতি। এই রোজা না করলে আমার মালিক, আমার রব অসন্তুষ্ট হবেন না কিন্তু করলে খুব খুশি হবেন। তাই তো এই রোজাগুলোকে আমি প্রেমের রোজা বলি। আমি যখন নফল রোজা করি তখন তাঁর ভালোবাসা যেন উপলব্ধি করি।

নফল নামাজের ব্যাপারেও তেমনি

প্রতিদিন অবশ্য পালনীয় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দের নামাজ 'তাহাজ্জুদ' এই নামাজ বা সালাত আদায় করার আলাদা কোনো নিয়ম নেই। নির্দিষ্ট কোনো সূরাও নেই। অন্যান্য সুন্নত নামাজের মতোই। রাতের শেষ প্রহরে এই নামাজের সময়। রাসূল (সঃ) এর জন্য তাহাজ্জুদ ওয়াজিব ছিল। আমাদের জন্য নফল। দুই দুই রাকাত করে দুই, চার, ছয়, কিংবা আট রাকায়াত পড়ে তার পর বিতর পড়তে পারি। সূরা ফাতিহার সাথে যে কোন সূরা মিলিয়ে এই নামাজ পড়া যায়। রাসূল (সঃ) তাহাজ্জুদ নামাজ বড় বড় সূরা দিয়ে পড়তেন। এক হাদিসে উল্লেখ আছে একদিন রাসূল (সঃ)-কে মসজিদে নববীতে তাহাজ্জুদ নামাজরত অবস্থায় দেখে এক সাহাবী তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন নামাজ পড়ার জন্য। রাসূল (সঃ) তখন সূরা বাকারা পড়ছিলেন, সাহাবী মনে করলেন বাকারার পড়ার নিশ্চয়ই রুকুতে যাবেন। কিন্তু সূরা বাকারা শেষ করে আল্লাহর রাসূল সূরা আল ইমরান ধরলেন। সাহাবী মনে করলেন সূরা আল ইমরান শেষ করে অবশ্যই রুকুতে যাবেন। রাসূল (সঃ) কিন্তু সূরা আল ইমরান শেষ করে যখন আল্লাহর রাসূল সূরা নিসা পড়তে শুরু করলেন সাহাবী তখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। পেছন থেকে সরে এলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কখনও রাসূল (সঃ) এর পা দু'খানা পা ফুলে যেত।

আমরা অত বড় সূরা দিয়ে পড়তে না পারলেও আমাদের জানা ছোট ছোট একাধিক সূরা মিলিয়ে রাকাত বড় করতে পারি।

www.amarboi.org

এই নামাজের সময় আল্লাহর তরফ থেকে ঘোষক ঘোষণা করতে থাকে–

গুনাহ মাফ চাওয়ার মতো কেউ আছ কি? আল্লাহ গুনাহ মাফ করে দেবেন।

তওবা করার মতো কেউ আছ কি? আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেবেন।

অসুস্থ্য কেউ আছ কি? আল্লাহ তাকে সুস্থ্যতা দান করবেন।

অভুক্ত কেউ আছ কি? আল্লাহ তাকে রিজিক দান করবেন। এইভাবে সকাল পর্যন্ত চলতে থাকে।

সারা দুনিয়া যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন যারা আল্লাহকে ভালোবেসে এবং ভালোবাসা পাওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে থাকে রুকু সেজদা করে তাদের নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোবাসেন।

তিনি তো বলেছেন, যে আমার দিকে এক পা আসে আমি তার দিকে দশ পা যাই। যে আমার দিকে হেঁটে আসে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।

আসুন ফরজ ইবাদাতের পর বিভিন্ন নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আল্লাহকে ভালোবাসি দিনে-রাতে সর্বক্ষণ।

বারো মাসের নফল ইবাদাত

মাহে রমজানের এক মাস দিনে রাতে ফরজ নফল ইবাদাতের মাধ্যমে প্রচুর সওয়াব অর্জনের পর বাকী এগার মাস তাঁকে ভুলে থাকলে তো চলবে না। বারো মাস রাসূল (সঃ) এর দেখানো, শেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করে আসুন বারো মাস তাঁকে ভালোবাসি।

বার মাসের নফল ইবাদাত ঃ শাওয়াল মাসের ছয় রোজার মতো অন্যান্য মাসেও রাসূল (সঃ) রোজা করেছেন এবং অন্যকেও করতে বলেছেন।

মহরম মাস ঃ হিজরী সালের প্রথম মাস মহররম মাস। এ মাসের দশ তারিখকে বলে আশুরা। এই দিনে আল্লাহর রাসূল রোজা রাখতেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার উৎসাহ দিতেন। রমজান মাসের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই রোজা রাসূল (সঃ) উপর ফরজ ছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সঃ)-কে (মাহে রমজান ভিন্ন) এই দিন যাদে অন্য কোনো দিনকে অধিক ফজিলতের বলে মনে করে রোজা রাখতে দেখিনি। (বুখারী মুসলিম)

আমীর মুয়াবিয়া একবার মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হে মদীনাবাসী! তোমাদের আলেমগণ কোথায়? আমি রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি–এটি আশুরার দিন। আল্লাহ তোমাদের উপর এ দিনের রোজা ফরজ করেন নি। আমি রোজা রেখেছি তাই যার ইচ্ছা রোজা রাখতে পারে আর যার ইচ্ছা না-ও রাখতে পারে। (সহীহ বুখারী)

www.amarboi.org

আর একবার এক ইহুদী আশুরার দিন রোজা আছে শুনে রাসূল (সঃ) বললেন–"তোমরা এ দিনে রোজা রাখ নাকি?

ইহুদি বলল, হ্যাঁ। এই দিনে আমরা রোজা রাখি। এটা পবিত্র দিন। এদিনে আল্লাহ তায়ালা দুশমন থেকে বনী ইসরাইলকে নাজাত দিয়েছেন। তাই মূসা (আঃ) এদিনে রোজা রেখেছেন।

নবী করী (সঃ) বললেন–"তোমাদের তুলনায় মূসা (আঃ)-এর বেশি হকদার আমি। আগামী বছর থেকে এই সময় দুটি রোজা রাখব।"

সেই দিন থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীরাও মহররম মাসে দুটি করে রোজা রাখতেন। অর্থাৎ মাসের ৯ ও ১০ দুটি রোজা আর আইয়ামে বিজের (মাসের ১৩, ১৪, ১৫) রোজা রাখতেন। তার মানে আমরা মহররম মাসে পাঁচটি রোজা রাখতে পারি। এই পাঁচটি রোজা ছাড়া মহররম মাসের অন্য কোনো আমল নির্ভরযোগ্য কোনো হাদিস গ্রন্থে উল্লেখ নেই। এছাড়া আর যা কিছু করা হয়। যেমন–

* তাজিয়া মিছিল বের করা।
* মাতম করা।
* খিচুরি রান্না করা।
* মসজিদে মিলাদ করা।
* বিশেষ পদ্ধতিতে নফল নামাজ পড়া।

এসবই বিদ'আত। আল্লাহ আমাদের বিদ'আতী আমল থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

সফর মাস ঃ সফর মাসে আইয়ামে বিজের রোজা ছাড়া আর কোনো রোজা নেই। এই মাসে চাঁদের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের রোজা কয়টি ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ করতে পারি। যা করতে পারলে সারা মাস রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে।

তবে কারো ফরজ ভাংগা রোজা কিংবা মানতের রোজা থাকলে সে অবশ্য এই রোজাগুলো করতে পারবে।

রবিউল আউয়াল মাস ঃ এ মাস রাসূল (সঃ)-এর জন্ম এবং মৃত্যু মাস। তথাপি আইয়ামে বিজের রোজা ছাড়া এ মাসে কোনো রোজা নেই।

রবিউস্‌সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস্‌সানি এই মাসগুলোতেও আইয়ামে বিজের রোজাই একমাত্র নফল রোজা।

www.amarboi.org

রজব মাস ঃ এই মাসের ১৭ তারিখে রাসূল (সঃ)-এর মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। রজব মাস শুরু হলেই রাসূল (সঃ) এই দোয়াটি পড়তেন। "হে আল্লাহ! আমাদের জন্য রজব ও শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দিন।

রজব মাসেও আইয়ামে বিজের রোজা ছাড়া অন্য কোনো রোজার কথা নবী করীম (সঃ) বলেননি তাহাজ্জুদ ছাড়া অন্য কোনো নামাজের কথাও বলেননি।

শাবান মাস ঃ শাবান মাস রমজান মাসের ইবাদাতের প্রস্তুতির মাস। শাবান মাস পরলেই রাসূল (সঃ) বলতেন–"হে আল্লাহ! আমাদের জন্য শাবান মাসে বরকত দান করুন এবং আমাদের রমজান মাসে পৌঁছে দিন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন–"অন্যান্য মাসের তুলনায় (রমজান বাদে) শাবান মাসের রোজা রাসূল (সঃ)-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল। কয়েকটি দিন বাদে রাসূল (সঃ) শাবান মাসের প্রায় পুরা মাসই রোজা রাখতেন।"

অবশ্য উম্মতকে বলেছেন–'শাবানের ১৫ তারিখের পর আর রোজা রেখ না।'

শাবান মাস যে বরকতময় মাস। এ মাসে রাসূল (সঃ) বেশি করে সিয়াম পালন করতেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই। আমরাও এ মাসে বেশি করে নফল সিয়াম পালন করতে পারি। এই বছরের জন্য এই মাসের ১৫ তারিখ শেষ নফল সিয়াম। এই রাতে নফল সালাত আদায় ও নিঃসন্দেহে সওয়াবের কাজ। আর নফল সালাত তো প্রতি রাতের জন্যই সওয়াবের আমল। কিন্তু তাই বলে শাবান মাসের ১৫ তারিখে শবে বরাত উপলক্ষে বিশেষ নিয়মে কোনো নফল নামাজের কথা সহী হাদিস কিংবা ফিকাহের কিতাবেও উল্লেখ নাই।

অতএব ভিত্তিহীন মনগড়া ইবাদাত আমরা কেন করব? রাসূল (সঃ) যে কাজ যেভাবে করতে বলেছেন, আমাদের সেইভাবেই সেই কাজ করতে হবে। তাহলেই তা হবে ইবাদাত। আর তখনই পাওয়া যাবে আল্লাহ ভালোবাসা। সেই ইবাদাতের কথা জানতে হলে আমাদের বেশি বেশি করে আল কুরআন আল-হাদিস পড়তে হবে। বিদ'আতী ফাসেকী থেকে দূরে থাকতে হবে।

রমজান মাস ঃ বছরের শ্রেষ্ঠতম মাস রমজান। এ মাসে প্রতিটি ভালো কাজের প্রতিদান সত্তর থেকে সাত হাজার গুণ বৃদ্ধি করা হয়। এই মাসটি পুরাপুরিই সওয়াবের মাস। নেকীর মাস। আত্মশুদ্ধির মাস। কুরআন নাযিলের মাস। নিজেকে আদর্শ মানুষ রূপে এবং আল্লাহর খাঁটি বান্দা রূপে গড়ে তোলার মাস। এ মাসেই একটি রাত 'লায়লাতুল কদর' যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম।

www.amarboi.org

অর্থাৎ হাজার মাস ইবাদাত করলে আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালাকে যতখানি খুশি করা যায়, এই এক রাতে তার চেয়েও বেশি তাঁর সন্তোষ হাসিল করা যায়।

শাওয়াল মাস ঃ আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করা কোন কাজ আমাদের আপতঃ দৃষ্টিতে যত ক্ষুদ্রই মনে হোক না কেন। আল্লাহ পাকের কাছে তা মোটেও ক্ষুদ্র নয়। তিনি বান্দার সেই ক্ষুদ্র আমলকে সাত থেকে সাত শত গুণ বৃদ্ধি করে আমলনামায় লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দেন ফেরেশতাদের রমজানের রোজা ফরজ রোজা। অবশ্য পালনীয় রোজা। ইচ্ছা করে ছেড়ে দিলে কবীরা গুনাহ। অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। এ রোজা বিনা কারণে ছাড়লে কঠিন গোনাহের এবং কঠিন শাস্তির ঘোষণা দেওয়া আছে। এই রোজার সাথে জড়িয়ে আছে–মহান প্রভুর অসন্তুষ্টির ভয়। শাস্তির ভয়, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়ার ভয়।

আর শাওয়াল মাসের রোজা তো নফল মানে ঐচ্ছিক রোজা। আল্লাহ পাকের ভয়ে নয়, ভালবেসে রোজা। প্রেমের রোজা, মহব্বতের রোজা, অতিরিক্ত করুনা পাওয়ার আশায় রোজা।

মনে করুণ আপনার দুইজন কাজের লোক আছে। প্রথম জন আপনার তরফ থেকে নির্ধারিত সব কাজই করে অবসর সময় ঘুমায়। না হয় কোথাও বেড়াতে যায়। আর একজন আছে সেও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে এবং অবসর সময়ে আপনার খেদমতে নিয়োজিত থাকতে চায়।

আপনি প্রথম জনকে বেতন দেবেন কারণ যে তার প্রতি নির্ধারিত যে দায়িত্ব আছে তা সঠিকভাবে সম্পাদন করেছে।

কিন্তু দ্বিতীয় জনকে বেতনের পরেও অতিরিক্ত কিছু দিতে আপনার ইচ্ছে করবে। সে যদি আপনার অতিরিক্ত খেদমত না করত তাহলে আপনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না কিন্তু কাজটা করার কারণে আপনি তার প্রতি অতিরিক্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। নফল ইবাদাতগুলোও তেমনি। না করলে গুনাহ নেই কিন্তু করলে আল্লাহ পাক অতিরিক্ত খুশি হন। প্রমাণ হয় আপনি আল্লাহ পাককে শুধু ভয়ই পান না ভালওবাসেন।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসের ছয়দিন সিয়াম পালন করল সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।"

www.amarboi.org

হাদিসে বলা হয়েছে প্রতিটি নেক কাজ দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। সেই হিসাবে রমজানের ত্রিশ রোজাকে দশগুণ করলে তিনশত দিনের রোজা হয়। তার সাথে শাওয়াল মাসের ছয় দিনের দশগুণ ষাট দিন। এই তিনশত সাট দিন রোজা রাখার সমতুল্য হয়ে গেল।

উল্লেখিত হাদিসের আলোকে শাওয়ালের ছয় রোজা তো রমজানের সমমর্যাদা পেয়ে যায়।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন–"শাওয়ালের চাঁদের ঈদের দিন বাদ দিয়ে ছয়টি রোজা রাখা অন্যান্য নফল রোজা অপেক্ষা অধিক সওয়াব।"

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন, "প্রতি মাসে তিন দিন রোজা রাখার মত শাওয়ালের রোজাও মোস্তাহাব। কোন কোন হাদীসে এই রোজা রমজানের পর পরই রাখার কথা উল্লেখ রয়েছে।"

আমাদের দেশে একদল মুসলমান আছে যারা শাওয়াল মাসের ছয় রোজাকে বলে সাক্ষী রোজা। এই ছয় রোজা নাকি সাক্ষ্য দেবে যে আমি রমজানের ৩০ রোজা করেছি। তাদের অভিমত এই যে, ছয় রোজা না করলে রমজানের রোজার কোন মূল্য নেই। এতে তো রমজানের রোজার চেয়েও এর দাম বেশি হয়ে গেল। একথা ঠিক নয়।

আর একদল আছে নফল রোজাকে তারা মোটেও গুরুত্ব দেয় না। তাদের ভাষ্য ফরজই ঠিকমত হয় না আবার নফল। এই ছয় রোজাকে তারা একেবারেই অপ্রয়োজন মনে করে।

এই দুই দল লোকই ভ্রান্তির প্রান্ত সীমায় বাস করছে। নফল ইবাদাতকে ফরজের উপর দাম দেওয়া যাবে না। সেই কাজের লোকের উদাহরণটা আবার পেশ করছি। লোকটি যদি তার উপর দেয়া নির্ধারিত কাজগুলো না করে মনিবের অতিরিক্ত খেদমত করতে আসে তাহলে মুনিব কি তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে? মুনিব তো তখন উল্টো রাগান্বিতই হবেন।

ফরজ বাদ দিয়া নফলেরও ঐ পরিণতি। আল্লাহকে খুশি করতে হলে ফরজ ইবাদাতগুলো বান্দার প্রতি ন্যস্ত নির্ধারিত অবশ্য পালনীয় দায়িত্বগুলো আগে সম্পাদন করতে হবে। এটা অবশ্যই পালনীয় দায়িত্বের মধ্যে শুধু নামাজ রোজাই নয় আরও অনেক দায়িত্ব আছে। যেমন–(১) পর্দা করা ফরজ। (২) বাবা মায়ের

www.amarboi.org

সাথে ভাল ব্যবহার করা ফরজ। (৩) প্রতিবেশীর হকের প্রতি খেয়াল রাখা ফরজ। এমনি আরও অনেক ফরজ আছে যা কুরআন পাকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কুরআন অর্থসহ বুঝে পড়াই হলো সব ফরজের বড় ফরজ। এই ফরজটা সঠিকভাবে আদায় করতে পারলেই আমরা ফরজ নফলের পার্থক্য ও গুরুত্ব বুঝতে পারব।

অতএব ফরজ বাদ দিয়ে নয়। ফরজের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তার সাথে নফল ইবাদাতগুলো করতে হবে। আবার যারা নফল ইবাদাতকে মোটেও গুরুত্ব দেয় না তারাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিচ্ছেন না। আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে হলে ফরজের পাশাপাশি অবশ্যই নফল করতে হবে।

সারা বছরই নফল রোজা রাখা যায়। তার মধ্যে শাওয়ালের এই ছয় রোজা বিশেষ গুরুত্ব রাখে। এক মাস রোজা রাখার পর বান্দা যখন ক্লান্ত শ্রান্ত তখনও আল্লাহকে খুশি করার সামান্যতম সুযোগও বান্দা ছাড়ে না। এটাই প্রমাণ হয় এই ছয় রোজার দ্বারা।

আল্লাহর রেজামন্দি হাসিলের জন্য শাওয়াল মাসের ছয় রোজার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আসুন আমরা রমজানের রোজার পর পরই শাওয়াল মাসে ছয়টি রোজা রেখে পূর্ণ এক বছর রোজা রাখার সওয়াব অর্জন করি।

আল্লাহ পাক বলেন–"যে ক্ষুদ্রতম ভাল কাজ করবে তাও সে দেখতে পাবে।" (সূরা যিলযাল)

আল্লাহ পাক আমাদের ছোট বড় সর্ব প্রকার ভাল কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমীন!

জিলকদ মাস ঃ এ মাসে নির্দিষ্ট কোনো রোজা নেই। আইয়ামে বিজের রোজার মাধ্যমে সারা মাসের সওয়াব পেতে পারি। আইয়ামে বিজের রোজা তো মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ। কেউ যদি এই নির্দিষ্ট তারিখে রোজা না রাখতে পারে সে মাসের যে কোন দিন এই তিনটি রোজা রাখতে পারবে।

যিলহজ্ব মাস ঃ যিলকদ মাসের পর তিনটি নিয়ামত নিয়ে আসে যিলহজ্ব মাস। এই মাসের প্রথম ৯ দিন নফল রোজার দিন বিশেষভাবে ৯ তারিখ। এই দিনকে বলে আরাফাহ দিবস। এই দিনটি ক্ষমার দিন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন–"আরাফার দিন আল্লাহ এত অধিক সংখ্যক লোককে জাহান্নামের আগুন

www.amarboi.org

থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন যা আর কোনো দিন দেন না। সে দিন তিনি বান্দার অতি নিকটবর্তী হয়ে যান এবং ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করতে থাকেন। (মুসলিম)

এ দিনের রোজা সম্পর্কে রাসূল (সঃ) বলেন, "এ দিনে রোজা রাখলে পিছনের এক বছরের এবং সামনের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তবে এ দিন হজ্ব পালনকারীরা রোজা রাখবে না।

প্রথম নিয়ামত ঃ এ মাস হজ্বের মাস? এ মাসের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ তারিখে হজ্ব সম্পন্ন হয়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি অন্যতম স্তম্ভ এই হজ্ব। সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরে এই সময় আল্লাহ প্রেমের সাড়া পরে যায়। পবিত্র ইচ্ছা নিয়ে যখন সে হজ্বের সফরে যাবার জন্য তৈরি হয় তখন তার স্বভাব প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। তার অন্তরে এই সময় আল্লাহ প্রেমের উদ্দীপনা স্বতস্ফুর্ত হয়ে ওঠে। তার মনে তখন নেক ও পবিত্র ধারা ছাড়া অন্য কিছুই জাগতে পারেনা। সে পূর্বে করা গুনাহ থেকে তওবা করে। সকলের কাছে ভুলত্রুটির ক্ষমা চায়। পরের হক নষ্ট করে থাকরে তা আদায় করে।

আসল কথা হলো এটি একটি বিশাল সংশোধনকারী কোর্সের মাস।

রাসূল (সঃ) বলেন–"যার হজ্ব ফরজ হয়েছে সে যদি হজ্বে না যায় তাহলে সে ইহুদি হয়ে মরল না নাসারা হয়ে মরল তা আমার দেখার বিষয় নয়।"

দ্বিতীয় নিয়ামত ঃ এ মাস কুরবানীর মাস সুরা কাওসারে আল্লাহ বলেন– "তোমার রবের জন্য সালাত আদায় কর এবং কুরবানী করো।" আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বান্দা যখন কুরবানী করে আল্লাহ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সঃ– বলেন–"কুরবানীর দিন মানুষ যে কাজ করে তার মধ্যে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা। (কুরবানী করা) কিয়ামতের দিন তা নিজের শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত হবে। কুরবানীর পশুর রক্ত জমিনে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর কাছে এক বিশেষ মর্যদায় পৌছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দিত মনে কুরবানী করো।"

আর এক বর্ণনায় রাসূল (সঃ) বলেছেন–"কুরবানীকারীর জন্য প্রতিটি পশমের বিনিময়ে সওয়াব রয়েছে।"

তবে স্মরণ রাখতে হবে লোক দেখানো কিংবা গৌরব প্রদর্শন বা গোশত খাওয়ার নিয়তে যেন কুরবানী না হয়।

www.amarboi.org

তৃতীয় নিয়ামত ঃ যিলহজ্ব মাস দ্বিতীয় ঈদের মাস ঈদের দিন আনন্দের দিন কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। মুসলমানের ঈদ তো ইবাদাত। ঈদের নামাজের মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা। গরীবের হক আদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ঈদের আনন্দ থেকে তারা যেন বাদ না পরে।

৯ই যিলহজ্ব থেকে ১১ই যিলহজ্ব পর্যন্ত রাসূল (সঃ) নিম্নোক্ত তাকবীর পড়তেন–"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ।"

আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং সকল প্রশংসা তার।

আসুন আমরা এই দোয়া পড়ি। আল্লাহর বড়ত্ব ও একত্ব স্বীকার করি, অন্তরে বিশ্বাস করি। সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে ভালোবাসী আর কুরবানীর মাধ্যমে তার প্রমাণ দেই। বিভিন্ন মাসের এই সব নফল রোজা ছাড়াও রাসূল (সঃ) সোমবার আর বৃহস্পতিবার রোজা রাখা পছন্দ করতেন।

ফরজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পরে সর্বোত্তম নামাজ তা হলো তাহাজ্জুদের নামাজ নির্জন নিরিবিলিতে রাতের শেষ প্রহরে তাহাজ্জুদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। যে নৈকট্য বান্দার জন্য আল্লাহকে একমাত্র রব মানতে বাধ্য করে তোলে।

ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন–"ইবাদাত হলো চরম সীমার বিনয় ও ভালোবাসা সমষ্টির নাম।

এই চরম সীমার বিনয় ও ভালোবাসা যাদের মধ্যে আছে তারাই মুত্তাকী, তারাই মুহসিন। তাই তো আল কুরআনের পাতায় পাতায় দেখি আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন। আল্লাহ মুহসিনদের ভালোবাসেন।

আল্লাহ তাওবাহকারীদের ভালোবাসেন। এসব আয়াতে এ কথাই বুঝা যায় যে সত্যিকারের মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন। আর তাদেরকেই বলেন–

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ـ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ـ

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ ـ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ـ

www.amarboi.org

হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার রবের দিকে চল এমন অবস্থায় যে (ভাল পরিণতির জন্য) তুমি সন্তুষ্ট এবং তোমার রবের নিকট প্রিয় পাত্র। আমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল হও। এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।

(সূরা ফজর ঃ ২৭-৩০)

প্রভু আমাকে তোমার নেক বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নাও। নাফসে মুতমাইন্নার অন্তর্ভুক্ত করো। আমি শুধু তোমাকেই ভালোবাসি।

ফজর থেকে এশা আমি তোমাকেই ভালোবাসি নির্জন রাতের শেষ প্রহরের তাহাজ্জুদে আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

শুক্র থেকে বৃহস্পতি পর্যন্ত আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

মহররম থেকে যিলহজ্ব বারো মাস আমি তোমাকেই ভালোবাসি।

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

নিশ্চয়ই আমার নামাজ আমার কুরবানী আমার জীবন আমার মৃত্যু সব মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য।

এই হাওয়ার কন্যাটি শুধুই তোমার।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

রিমঝিম প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত বইসমূহ

১.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০/-
২.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০/-
৩.	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০/-
৪.	আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	২২/-
৫.	দাইউস কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না	২২/-
৬.	শিরকের শিকড় পৌঁছে গেছে বহুদূর	২২/-
৭.	জিলহজ্ব মাসের তিনটি নিয়ামত	২২/-
৮.	একবিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ পথ ও কর্মসূচী	২০/-
৯.	তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ প্রতিরোধের কর্মকৌশল	২০/-
১০.	হাদীসে কুদ্‌সী	৬০/-
১১.	গীবত	৬০/-
১২.	আমরা কোন স্তরের বিশ্বাসী ও কোন প্রকৃতির মুসলমান?	২০/-
১৩.	কুরআন ও হাদীসের আলোকে মরণ ব্যাধি দুর্নীতি	২০/-
১৪.	মুসলিম নারীদের দাওয়াতী দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৫/-
১৫.	স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানের বিশটি উপদেশ	২০/-
১৬.	আমার অহংকার (কবিতা)	৭০/-
১৭.	স্বপ্নের বাড়ি (গল্প)	৬০/-
১৮.	আমাদের শাসক যদি এমন হত	৮০/-
১৯.	চেপে রাখা ইতিহাস	৩০০/-
২০.	সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	২৫/-
২১.	মানুষ কী মানুষের শত্রু	২২/-
২২.	নামাজের ১১৫টি সুন্নাত ও ৪৫টি সুন্নাত পরিপন্থী কাজ	২২/-
২৩.	নেককার ও বদকার লোকের মৃত্যু কিভাবে হবে	২২/-
২৪.	তাওবাহ কেন করব কিভাবে করব	২২/-
২৫.	আসুন সঠিক ভাবে রোযা পালন করি	২২/-
২৬.	কবি মাসুদা সুলতানা রুমীর অলৌকিক যাদু যার হাতে	২২/-
২৭.	আল্লাহ্ তাঁর নূরকে বিকশিত করবেনই	২২/-

রিমঝিম প্রকাশনী

বাংলাবাজার : বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা) দোকান নং-৩০৯, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮

কুষ্টিয়া : বটতৈল কেন্দ্রীয় ঈদগাহ সংলগ্ন, বটতৈল, বিসিক শিল্প এলাকা, কুষ্টিয়া।
মোবা : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯, ০১৫৫৩৬২৩১৯৮